ঢাবি ক্লাবের ১৫টি পদ ভাগ করে নিলেন আওয়ামীপন্থী ও বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

সংগৃহীত ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল ও আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন নীলদলের শিক্ষকদের নিয়ে সমন্বিতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কার্যকরী পরিষদ ২০২৫-২৬ ঘোষণা করা হয়েছে। মোট ১৫ সদস্যের এ কমিটিতে সাদা দলের সাতজন ও নীল দলের সাতজন শিক্ষক রয়েছেন।

সোমবার রাতে কলা অনুষদের ডিন ও সাদা দলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান খান ক্লাবের ১৫ সদস্যের কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করেন। কমিটি ঘোষণার সময় তিনি জানান, সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান এবং নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মো.

আমজাদসহ অন্য শিক্ষকরা কয়েকবার সভা করে সমন্বিত ভাবে এই কমিটির বিষয়টি চূড়ান্ত করেছে।

কমিটি ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়মা হক বিদিশা ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

ুন

আওয়ামী লীগ ‘দুঃখিত’ না বলা পর্যন্ত শান্তি পাবে না : শফিকুল আলম

ঘোষিত কমিটিতে সাদা দলের সভাপতি ও ছয়জন সদস্য এবং নীল দলের সেক্রেটারি ও ছয়জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত আছেন। সম্পাদক হিসেবে আছেন রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক কামরুল আহসান। তিনি আওয়ামী লীগপন্থি শিক্ষকদের প্যানেল নীল দলের হয়ে শিক্ষক সমিতিতে দুইবারের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।

সহ-সভাপতি করা হয়েছে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. রেজাউল করিমকে, যিনি নীল দলের হয়ে সিনেট সদস্য ছিলেন। যুগ্ম সম্পাদক করা হয়েছে ড. রাদ মুজিব লালন, তিনি নীল দলের সিন্ডিকেটের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. খালেদ মাহমুদ (নীল দলের আহ্বায়ক, আইবিএ) এবং কারুশিল্প বিভাগের জাহাঙ্গীর হোসেন (যুগ্ম আহ্বায়ক, চারুকলা অনুষদ, নীল দল)। আরেক সদস্য আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত (যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য) অধ্যাপক জাভীদ ইকবাল বাঙালী।

তিনি ছাত্রলীগ কর্মীও ছিলেন। জুলাই আন্দোলনের বিরোধীতা করায় তিনি শিক্ষার্থীদের বয়কটের মুখে পড়েছিলেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বিরোধিতা করা আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন নীলদলের শিক্ষকদের সাথে বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দলের সমন্বিতভাবে এই কমিটি ঘোষণা করায় ছাত্রসংগঠনগুলো বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন, যেটা দেখা যাচ্ছে সমঝোতা করে কমিটি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও যারা ফ্যাসিবাদের সাথে ছিলেন তারা পুনরায় বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে নিঃসন্দেহে আবারো নতুন ফ্যাসিবাদ জেগে বসবে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাবি শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই আমরা ১৫ জুলাইয়ের হামলাসহ বিগত সময়ে ক্যাম্পাসে নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড, নিয়োগ বাণিজ্যসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত এবং সমর্থনকারী ছাত্র-

শিক্ষকদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি। প্রশাসন সেই লক্ষ্যে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। বরং এখন বিভিন্নভাবে তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলছে। আমরা এর নিন্দা জানাচ্ছি। একই সাথে অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্তদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।

এবিষয়ে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের বলেন, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের মধ্যে একটা সিন্ডিকেট বিরাজ করে। তারা নিজেদের সুবিধার জন্য ভাগবাটোয়ারা করে চলে প্রতিটা রেজিমে। বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে এই শ্রেণীর শিক্ষক নামধারী 'মাসতুতো ভাইরা' ক্যাম্পাসে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিলেন। আগামী দিনে ফ্যাসিবাদকে ফিরিয়ে আনার পেছনে এই শিক্ষকদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি থাকবে। কিন্তু তাদের সেই অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করতে দেওয়া হবে না। জুলাইয়ের স্পিরিটের সাথে গাদ্দারী করা যে কাউকেই এদেশের ছাত্রসমাজ আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাবি শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদ বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা যেসব শিক্ষককে বয়কট করেছে এবং শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার পরেও যে সকল শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন এবং তৎকালীন ফ্যাসিবাদী সরকারের সেবাদাস হিসেবে যেসব শিক্ষক কাজ করেছেন- তারা কোনোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান একটি প্লাটফর্মে ফিরবেন এটি আমরা মেনে নেব না।

এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, আমাদের নীল দল, সাদা দল কোনো দলীয় সংগঠন নয়, রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনও নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের নির্বাচনে সবসময় শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে এই কাজটা করা হয়ে থাকে। এবছরও এই কাজটা করা হয়েছে। আমি নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি এবং আমাদের কাছে একটা প্যানেলই জমা হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনা করে কেউ কেউ দায়িত্ব নিয়ে এটি সম্পন্ন করেন। এটাই এবারও হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিস্ অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ বিভাগর সহযোগী অধ্যাপক ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. সাজ্জাদ সিদ্দিকী বলেন, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ রয়েছে। এমনকি এর অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের কার্যক্রমও এখন অকার্যকর। আমার ধারণা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনাটি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক গবেষণা কিংবা রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ’ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে।